ফ্রান্সের ঘটনা জটিল। আরো জটিল হচ্ছে।
খুব কাট-ছাঁট করে দেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলে ঠকতে হবে।
শুধু সাধারন জ্ঞান দিয়ে বিচার করে ফেললে ঠকতে হবে।
একটু সময় নষ্ট করে পুরোটা পড়ুন।

— এই মুহূর্তে কিছু ভাবনা

২৮-১০-২০২০। আমরা সাম্প্রতিক শিক্ষক হত্যাকান্ডটা দেখার সময়ে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত বা পার্সপেক্টিভ বা ব্যাকগ্রাউন্ডটা একেবারে ছোটো থেকে ক্রমশ বড় করবো। এবং দেখবো বিচারটা কেমন জটিল হয়ে যাচ্ছে।

(১) # ধরুন আপনি শুধুমাত্র ফ্রান্সের প্যারিস শহরের ১০০ কিলোমিটারের আশেপাসের মধ্যেকার অক্টোবরের ৫ থেকে ১৫ তারিখের কিছু ঘটনা দেখবেন যেটুকু একজন স্কুল শিক্ষক স্যামুয়েল পাতি-র খুনের সাথে যুক্ত।

(১) # অক্টোবরের ৫ এ মাস্টারমশাই তার ক্লাসে বাক-স্বাধীনতা বোঝানোর জন্য কিছু কার্টুন দেখাবেন। দেখানোর আগে তিনি ক্লাসে মুসলমান কারা কারা আছে তাদের হাত তুলতে বললেন। তারপর তাদেরকে বললেন তারা ইচ্ছে করলে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে পারে কারন যা দেখানো হবে তাতে তাদের মনে আঘাত লাগতে পারে। তারপর তিনি কার্টুন দেখালেন যার একটিতে নাকি মুসলমান ধর্মের নবীকে উলঙ্গ ও একটা বিশেষ ভঙ্গীতে দেখানো হয়েছিল। একজন মুসলমান ছাত্রীর সেটাকে পর্নোগ্রাফি মনে হয় ও সে বাড়িতেও বলে। তার বাবাও এটার প্রতিবাদ করে ও সোশ্যাল-মিডিয়াতে (ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইত্যাদিতে) খবরটা জানিয়ে প্রতিবাদ করে। খবরটা ছড়ায়। জনৈক ফ্রান্স নিবাসী প্যালেস্তানিয় লোক স্কুলে এসে প্রতিবাদ করে ও প্রতিবাদ বাড়াতে বলে। এক মুসলমান ধর্মপ্রচারক মাস্টারমশাইকে খুনের হুমকিও নাকি দেয় সোশ্যাল মিডিয়াতে। এরপর ১৫ তারিখ প্যারিস থেকে প্রায় ১০০ কিমি দূর এক জায়গার চেচেনিয়া থেকে আসা এক ১৮ বছরের উদ্বাস্তু আবদুল্লাখ আবুয়েদোভিচ আঞ্জোরভ, যে কিনা আগে থেকেই এব্যাপারটা জানতো ও রেগে ছিলো, সে প্যারিসে ঐ স্কুলের সামনে আসে স্কুল ছুটির সময়ে, স্কুলের কয়েকজনকে বলে ঐ মাস্টারমশাইকে চিনিয়ে দিতে। মাস্টারমশাইকে চিনে নিয়েই সে তার দিকে এগিয়ে ছুরি দিয়ে তার মাথা দেহ থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এভাবে হত্যা করার পর সে নাকি কাটা মুন্ড-র ছবিও তার সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করে। পুলিশ তাকে ধরতে গেলে পুলিশের বক্তব্য যে সে পুলিশকে আক্রমণ করতে যায়। পুলিশ গুলি চালালে সে মারা যায়। এর পর এই নিয়ে হৈহৈ পড়ে যায়।

(১) # এটুকু দেখলে কি মনে হতে পারে? এরকম সিদ্ধান্ত হয় কি? * ধরা যাক মাস্টারমশাই নবীর ঐ ছবি দেখিয়ে খুবই 'অপরাধ' করেছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে ঐ আবদুল্লাখ সেটা বিচার করার কে, শাস্তি দেওয়ারই বা কে? আইন কেন সে নিজের হাতে তুলে নেবে ও নিজেই মৃত্যুদন্ড নিয়ে নিজেই তা কার্যকরী করবে? ফলে আবদুল্লাখ খুনি। তার উচিত শাস্তি দরকার ছিলো। ঘটনাক্রমে সে শাস্তি পেয়েই গেছে। * এবার মাস্টারমশাই। তিনি যা করেছেন সেটা কি অপরাধ? ধর্মপ্রচারক বা এমনকি ঈশ্বরকে নিয়ে ব্যাঙ্গ করার অধিকার কি কারো আছে? এটা কি বাক-স্বাধীনতার নামে যাচ্ছেতাই করা হচ্ছে না? * এখানে আপনি আজ থেকে ১২৬ বছর আগে (বাংলা ১৩০১ সনে) রবীন্দ্রনাথের লেখা "স্বর্গীয় প্রহসন" নাটকটিকে উল্লেখ করে আপনি বলতেই পারেন যে এটা অপরাধ বলে গণ্য করা হয় নি যদিও সেখানে দেব-দেবীদের নিয়ে ভালোমাত্রায় ব্যাঙ্গ করা হয়েছে। সেই ১৮৯৪ সালেও রবীন্দ্রনাথকেও কেউ অপরাধী বলে গণ্য করেনি তার ঐ লেখার জন্য, সেটির কোনো প্রকাশ্য বিরোধিতাও হয়নি, তাকে হুমকী দেওয়া তো দূরে থাক।
(১) # ** সিদ্ধান্ত => অতএব মাস্টারমশাই অপরাধ করেননি, ব্যঙ্গের অধিকার, শিল্পের-স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে। শিল্পের-স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অঙ্গ। এটা যে বোঝে না এবং ব্যঙ্গকে অপরাধ মনে করে নিয়ে ব্যঙ্গকারীকে হুমকী দেয়, সেই অপরাধী।

(২) # এবার আমরা ১৫-১৬ বছর পিছিয়ে যাই। ২০০৪-২০০৫-২০০৬ সালের ঘটনা। ভারতের। শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন।
(২) # ফিদা হুসেন এর তৈরী এক সিনেমা - "মিনাক্ষী: এ টেল অফ থ্রি সিটিজ" এ তার নিজের রচনা করা একটি গান নিয়ে তীব্র আপত্তি করে মুসলিম নানা সংগঠন। কারন কোরান এর পবিত্র কিছু লাইন সিনেমার একটা গানে ব্যবহার করা হয়েছে যা অনৈতিক। এত বিরোধিতা হয়, সিনেমা হলে এত গন্ডগোল হয়, যে সিনেমাটি তুলে নিতে হয়।
(২) # ফিদা হুসেন এর একটি ছবির প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে দেখা যায় কিছু দেবীর নগ্ন ছবি। দু'একটি সেরকম ছবি বোধহয় ইন্টারনেটেও বেরিয়ে যায়। বিশেষ করে দেবী সরস্বতীর নগ্ন ছবি নিয়ে তীব্র আপত্তি তোলে হিন্দু কিছু সংগঠন। এক জায়গায় প্রদর্শনীতে আগুন ধরানোর ঘটনাও বোধহয় হয়েছিল। ফলে প্রদর্শনী বাতিল হল।
(২) # মকবুল ফিদা হুসেন ২০০৬ সালে দেশ ছাড়লেন, বা ছাড়তে বাধ্য হলেন, কাতার এ গিয়ে বাসা বাঁধলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বিদেশেই।
(২) #** বাস্তবত দেখা গেল => সেই সময়ে ভারতে মুসলিম ও হিন্দু কিছু গোষ্ঠী শিল্পীর কিছু কাজকে শিল্পের স্বাধীনতা, শিল্পীর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বলে মেনে নিতে পারছেন না। প্রতিবাদ হচ্ছে, জোর করে বন্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে ছবির ও সিনেমার প্রদর্শনী।

[এখানে দুটি বিষয়ে অবশ্য বিতর্ক তৈরী হতে পারে। (১) কোনটাকে "শিল্প" বলবো, শৈল্পিক কাজ বলবো, কোনটাকে "শিল্প" বলবো না, রুচিশীল বলবো না, সেইটা দেখা দরকার। রবীন্দ্রনাথের কাজের সাথে ফিদা হুসেনের ঐ কাজকে বা ঐ কার্টুনকে এক করে দেখা ঠিক নয়। (২) না, প্রধান দিক এটা নয়। সময়টা বদলে গেছে। ধর্ম নিয়ে সমালোচনা সহ্য করার সহনশীলতাই এখন নেই। হিন্দু মুসলমান কোনো পক্ষই এখন আর বিন্দুমাত্র বিরোধিতা মানবেনা, ব্যঙ্গ তো দূরের কথা।]

(৩) # এবার যাওযা যাক ২০১৫ সালে।
(৩) # ফ্রান্সের Charlie Hebdo পত্রিকায় ৭ই জানুয়ারী ২০১৫তে দুজন সশস্ত্র জঙ্গী মুসলমান হানা দেয় ও পত্রিকার ১২ জন কর্মীকে গুলি করে মেরে ফেলে। এই কার্য্যের পিছনে কারনটা হল এই পত্রিকা হজরত মহম্মদকে নিয়ে কারো মতে ব্যঙ্গচিত্র, আর কারো মতে অশ্লীল কার্টুন প্রকাশ করেছিল।
(৩) # সেই বছরেই সেপ্টেম্বর মাস। যুদ্ধবিধ্বস্ত ক্ষুধাজর্জরিত সিরিয়া থেকে পালানোর চেষ্টা করা লাখ লাখ উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটি দলের নৌকা উল্টে যায়। তার যেতে চাইছিল কানাডায়। তা আর হলো না। সেই নৌকার যাত্রী ৩ বছরের আয়লান শেনু'র মৃতদেহ সমুদ্রের ধারে পাওয়া যায়। ফ্রান্সের Charlie Hebdo পত্রিকায় এই আয়লান ও তার মৃত্যু নিয়ে নানা ব্যঙ্গচিত্র বেরোয় আয়লানের মৃত্যুর পরেই। সেগুলির কয়েকটির নমুনা ইন্টারনেটে যেরকম পাওয়া গেলো — *শিশু আয়লান বড় হলে কি করতো? মেয়েদের যৌন হেনস্তা করতো। * ইওরোপ খ্রীস্চান। যিশু জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন। মুসলমান বাচ্চা ডুবে যায়। *একটার দরে দুটো বাচ্চা (লাশ) ...ইত্যাদি।
(৩) #** একটা মত = এগুলো কি শিল্পের স্বাধীনতা? ** আরেকটা মত = যদিওবা এগুলি রুচিশীল শিল্পকর্ম না হয় তবুও কি এগুলো করার স্বাধীনতা থাকতে পারেনা? আপনার দেখার ইচ্ছে না থাকলে দেখবেন না। কিন্তু বন্ধ করার ফতোয়া দিতে পারেন না। **আরো একটা মত থাকতে পারে, বা আছে, হযরত মহম্মদ বা শিশু আয়লানকে নিয়ে ওরকম ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের কারন আসলে আদৌ শিল্পের স্বাধীনতা-র সাথে যুক্ত নয়। সেটা কি তা আমরা পরে দেখবো।

(৪) # এবার দেখা যাক ১৫ই অক্টোবরে ঐ হত্যাকান্ডের পর ১০-১২ দিনে কি কি হল।
(৪) # ফ্রান্সের ঐ ঘটনায় জড়িতরা যাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন বা যুক্ত ছিলেন সেই কারন দেখিয়ে শুধু বেশ কয়জনকে গ্রেপ্তারই করা হয়নি। কয়েকটি মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সংখ্যায় সেটা কতো এখনো জানা নেই। # ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামবিরোধিতা, ইসলামের বিরুদ্ধে ওস্কানো ইত্যাদির বিরুদ্ধে কার্যরত একটি বড়

সংগঠন সি.সি.আই.এফ. কে বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা হয়েছে। বন্ধ হচ্ছে আরেকটি বড় এন.জি.ও. যা মুসলমানদের সাহায্য করে। # যে কার্টুন নিয়ে হত্যাকান্ড করা হয়েছে সেটা এবং সেরকম অনেক কার্টুন বড় করে ছাপিয়ে টাঙানো হয়েছে কিছু জায়গায়। # ফ্রান্সে বড় বড় সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি হয়েছে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। # প্রেসিডেন্ট মাক্রঁ ঘোষনা করেছেন যে সরকার কড়া হাতে ইসলামি সন্ত্রাসবাদ দমনের সব ব্যবস্থা নেবে, কাউকে রেয়াত করা হবে না।

(৪) # ১৮ই অক্টোবর রবিবার সকালে আইফেল টাওয়ারের কাছাকাছি অঞ্চলে অনেকে কুকুর সঙ্গে নিয়ে হাঁটে যেমন অন্যান্য দিন হয়। সেদিন একটা ঘটনা ঘটে যায়। দু'জন সাদা-চামড়ার মহিলার সাথে দু'জন অন্য মহিলার ঝামেলা বাঁধে নিজেদের কুকুর সামলানো নিয়ে। তারপর চিৎকার শোনা যায় - ঐ দুই সাদা-চামড়ার মহিলা "নোংরা আরব" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুরি মারতে থাকে ঐ দু'জন হিজাব পরা মহিলাকে। হিজাব পরা মহিলারা হাসপাতালে। মাথার খুলি সহ নানা জায়গায় আঘাত ও ফুসফুস পর্যন্ত ফুটো হওয়ার কারনে। পুলিশ ঐ দুই সাদা-চামড়ার মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে। এটা ঘটনা যে এটা নিয়ে মিডিয়াতে তেমন হৈচৈ হয়নি। ফ্রেঞ্চ দৈনিকগুলোর হেডলাইনে এটাকে ধর্মীয় বা জাতিগত সাম্প্রদায়িক হামলা লেখা হয়নি। হিজাব পড়া মহিলারা আলজেরিয় বংশোদ্ভুত। আলজেরিয়া সহ নানা আফ্রিকার বহু দেশ বছর ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল এমনি বছর ষাট আগেও।

(৪) # আজকাল অনেক বড় স্টোরে "হালাল" ও "কাশে" লেখা থাকে খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেটে। যার মানে এগুলি মুসলমান ও ইহুদি ধর্মমতে শুদ্ধ খাদ্য। ফ্রান্সের বড় মিডিয়া কম্পানি বি.এফ.এম. এটা নিয়ে প্রতিবেদন বের করলো গত ২১ তারিখ। যে এসব কি আদৌ সর্বসাধারনের জন্য বাজারে থাকা উচিত। কেন এত হুহু করে বাড়বে এরকম খাদ্যের চাহিদা। ইত্যাদি। তবে একটু নরম করে। কারন কম্পানিগুলো বড় বড় বহুজাতিক। যেমন ফ্রেঞ্চ বহুজাতিক কারেফোর।

(৪) # বি.এফ.এম. সূত্রে এটাও জানা গেল যে - নামজাদা প্রতিষ্ঠান ডেকাথলন স্পোর্টস্ পরিধেয় হিসেবে একধরনের হিজাব মার্কেটে আনে সাম্প্রতিক কালে। কিন্তু এটা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন বিতর্ক শুরু হলো যে ডেকাথলন সেটা মার্কেট থেকে তুলে নিয়েছে। বিতর্কে অংশ নিতে চায়নি।

(৫) # আবার আমরা ফিরে যাই ফ্রান্সেই, ২০০৩-২০০৪ সাল থেকে এপর্যন্ত কয়েকটি মাত্র সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখতে।

(৫) # ২০০৩-০৪ সালে ফ্রান্সের সরকার সমস্ত স্কুলে এমন সব পোষাক পরিচ্ছদ নিষিদ্ধ করে দেয় যে সব পোষাক পরিচ্ছদ একটা নির্দিষ্ট ধর্মের পরিচয় দেয়। যেমন স্কুলে কোনো মেয়ে মাথায় ওড়না দিতে পারবে না, হিজাব ব্যবহার করতে পারবে না। ছেলেরাও তেমন

ইসলামি বা ইহুদি পোষাক পরে আসতে পারবে না স্কুলে। [এই দুই ধর্মেই পুরুষদের পরিধেয় হিসেবে বিশেষ রকমের টুপির রেওয়াজ আছে।] ছেলে, মেয়ে উভয়েই ক্রুশ চিহ্ন এবং ইহুদি বা মুসলিম সেরকম কোনো চিহ্ন বহন করতে পারবে না।
(৫) # ২০১০ সালে ফ্রান্সে কোনো প্রকাশ্য জায়গায় হিজাব পরা, বোরখা পরা নিষিদ্ধ করার আইন আসে। এমনকি মেয়েদের সাঁতারের জন্য সারা অঙ্গ ঢাকা পোষাক বুরকিনি নিষিদ্ধ হয়। [বিকিনি যদিও আইনীই আছে।]
(৫) # পরবর্তী কালে এসব নিয়ে কখনো প্রতিবাদ হলে বা পুলিশ কেস, মামলা মোকদ্দমা হলে, রাষ্ট্রের আইনই সাধারন ভাবে প্রয়োগ করা হয়।

[**উপরের ঘটনাবলী থেকে দেখা গেল ফ্রান্সে ধর্মনিরপেক্ষতা বা "লাইসিতে" (laïcité) বলতে যা বোঝানো হয় - সরকারী ক্ষেত্রে ধর্মের সাথে কোনো সংস্রব বা সংযোগ থাকবে না - সেটা আমাদের দেশে এরকম মানে কখনো ব্যবহার করা হয়নি সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা থাকলেও। এশীয় দেশগুলোতে চালু ভাবনার সাথে এটা বেশ আলাদা। পোষাক-পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে এটা নিয়ে বেশ জলঘোলা হয়েছে। ** ফ্রান্সের নিয়ম মতে এসব না মানার অর্থ ফ্রান্সের সাথে একাত্ম না হতে পারা বা ইন্টিগ্রেশন না হওয়া = যা আসলে "বিচ্ছিন্নতাবাদ" বা সেসেশনিজম। ** ফ্রান্স সরকারের বর্তমান ঘোষণা - বিচ্ছিন্নতাবাদ কঠোর ভাবে দমন করা হবে। ** পরোক্ষভাবে একটি কথা - পশ্চিমী পোষাক - ছেলেদের হ্যাট-কোট-টাই-প্যান্ট-শার্ট ইত্যাদি, মেয়েদের স্কার্ট ইত্যাদি, বা উভয়ের জন্যই শার্ট-প্যান্ট ইত্যাদি কোনো ধর্মীয় চিহ্ন বহন করেনা, যদিও এগুলি পশ্চিমী খ্রিস্টান দেশগুলিতেই ব্যবহৃত হয়।]

(৬) # এবার আন্তর্জাতিক পরিসর। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে বিভিন্ন "শক্তি"গুলির মধ্যে ঝামেলায় ফ্রান্সের ঐ কেস্ যুক্ত হয়ে গেল।
(৬) # তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে বহু পুরোনো ঝামেলা ছিল ও আছে। সেটা নিয়ে পশ্চিম ইওরোপের বৃহত্তম শক্তি হাইড্রোজেন বোমা, অ্যাটম বোমা দ্বারা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স গত কয়েকমাস ধরেই তুরস্কের সাথে ঝামেলায় ঢুকে গেছে। এদিকে তুরস্ক সমুদ্রের নিচে নতুন তেল-গ্যাস ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়ায় তার দখল নিতে এগোচ্ছে বা নিয়ে ফেলেছে এর মধ্যেই। প্রসঙ্গত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে প্রাক্তন পশ্চিমী সামরিক জোট যে ন্যাটো - সেই ন্যাটো তে তুরস্ক ও ফ্রান্স দুজনেই ছিল।
(৬) # ফ্রান্সে ঐ মাস্টারমশাই হত্যার পর যা যা হয়েছে তাকে মুসলমান সমাজের প্রতি ফ্রান্স এর অসহনশীল আচরন বলে মনে করেছে তুরস্ক। এবং ফ্রান্সে তৈরী জিনিস বয়কটের ডাক দিয়েছে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট। সাথে সাথে ফ্রান্স বা ফরাসি কম্পানিদের ধার দিতেও মানা করেছে।

(৬) # ফরাসী মাল বয়কটের ঐ তুর্কী ডাক এশিয়ার নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন ইন্দোনেশিয়াতে, বাংলাদেশে ও নানা আরব দেশে। সাথে সাথে ফ্রান্সের নানা কার্টুনে মুসলিমদের ও হজরত মহম্মদকে অসম্মান করা হয়েছে বলে তার প্রতিবাদও হচ্ছে সোশাল মিডিয়াতে।
(৬) # আবার ফরাসী মাল বয়কটের ডাকের বিরুদ্ধে মুসলিম বিরোধীরাও উঠেপড়ে লেগেছে। যেমন - আমি অমুক ফ্রেঞ্চ জিনিস কিনতে যাচ্ছি বা কিনছি - এটা বলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার দেখা গেছে।

(৭) # একটা হত্যাকন্ডের ঘটনার এতভাবে এতদিকে প্রভাব ফেলা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এর পেছনে অনেক ইতিহাস লুকিয়ে আছে।
(৭) # ফ্রান্সের উপনিবেশগুলোর বেশীরভাগই ছিলো মুসলমান অধ্যুষিত। এবং সেখানে স্বাধীনতা এসেছে তীব্র ও রক্তাক্ত সংগ্রামের পর। যেমন আলজেরিয়া। আলজেরিয়াতে ফ্রান্সের সেনারা অনেকবার মহিলাদের পর্দা-হঠানোর অভিযান করেছে - এনিয়ে বইপত্রও বেরিয়েছিল। ফ্রান্সে বসবাস করা আলজেরিয়দের ওপর ১৯৬১ সালে প্যারিসে নৃশংস সামরিক অভিযানের কাহিনী এখনো আফ্রিকান বংশের অনেকের মনে আছে। উপনিবেশের লোকেদের ও সাম্রাজ্যাদীদের ধর্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও অত্যাচার, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই - সব মিলে মিশে এক জটিল ব্যাপার। *প্রসঙ্গত স্মরন করা যেতে পারে - মাত্র ৩৩ বছর আগে ১৯৮৭ সালে এই কলকাতায় এক নামকরা সাহেবী ক্লাবে প্রখ্যাত সেতারবাদক আনন্দ শংকরকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি পাঞ্জাবি-পায়জামা ও চটি পরে যাওয়ার কারনে - অর্থাৎ কোট-শার্ট-প্যান্ট-জুতো-মোজা না পরার কারনে।
(৭) # আর একটুখানি মাত্র অতীতে যেতে হবে। ১৯৮৮-১৯৯২ সাল। ইওরোপে তখন "সমাজতন্ত্র" বলে যা চলছে তার পতনের পালা শুরু হল। সোভিয়েৎ কেন্দ্রিক পূর্ব ও মার্কিন কেন্দ্রিক পশ্চিম এর মধ্যে সীমানার প্রতীক যে বার্লিনের পাঁচিল তা ভেঙে দিল পূর্ব বার্লিনের লোকেরা। ইওরোপের কেন্দ্রে অবস্থিত নানা ভাষা নানা জাতির দেশ যুগোস্লাভিয়া নানা জাতির মধ্যে নৃশংস যুদ্ধে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল - যে যুদ্ধে সব থেকে বেশী নৃশংস ধাক্কা পড়ল মুসলমান প্রধান বসনিয়া ও হের্জোগভিনার ওপর। সোভিয়েৎ ও ভেঙে টুকরো হলো - নানা ভাষা নানা জাতির দেশ আলাদা আলাদা দেশে পরিনত হল। এশিয়া মহাদেশে রাশিয়ার হেরে যাওয়া আগেই শুরু হয়েছিল - আফগানিস্তানে। আফগানিস্তানের যুদ্ধে সেখানকার সরকারের মদতদাতা রাশিয়ার সেনারা হেরে দেশে ফিরে গেল। সেখানে রাশিয়া ও আফগান সরকারের সেনার বিরুদ্ধে লড়ছিল নানা মুজাহিদিন গোষ্ঠী। এসব মুজাহিদিন গোষ্ঠীদের কোটি কোটি ডলার ও মিসাইল থেকে শুরু করে নানা অস্ত্র প্রচুর পরিমানে দিয়ে সাহায্য করত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সেই

মুজাহিদিনদের গোষ্ঠীদের মধ্যে একটা ছিল তালিবান, যারা পরে ক্ষমতায় এলো। মুজাহিদিনদের জয় হল ১৯৯২ সালের এপ্রিলে।

(৭) # আর আপনারা তো জানেন যে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে ভারতে বাবরি মসজিদ ভেঙে দিল বি.জে.পি.-আর.এস.এস. চালিত করসেবকেরা। রাম মন্দির নির্মান করা তাদের লক্ষ্য। তার জন্য বিদেশী শাসনের চিহ্ন হিসেবে বাবরি মসজিদ ভাঙা হল। আরো অনেক মসজিদ ভাঙার পরিকল্পনাও আছে। তবে বিদেশী শাসনের চিহ্ন বলতে কিন্তু একটাও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন ভাঙার কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। রামরাজ্য ও রামমন্দির নিয়ে সারা দেশে জনমত তৈরী করতে বি.জে.পি. নেতা আদবানী রথ নিয়ে বেরিয়েছিলেন ভারত সফরে। কিন্তু তার থেকেও ভালোভাবে সারা দেশে রামায়ন-মহাভারত নিয়ে একটা হাওয়া তৈরী করতে সফল হল টি.ভি.তে রামায়ন ও তারপর মহাভারত নিয়ে সিরিয়াল - প্রতি রবিবার সকালে। রামায়ন সিরিয়াল চালু হলো ১৯৮৮ সালে। এই সিরিয়ালেই প্রথম "জয় শ্রীরাম" স্লোগানটি দেখানো হয় ও চালু করা হয়। এই সব সিরিয়াল দেখানোর জন্য স্পনসর ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বড় খুঁটি বৃটিশ কম্পানিরা, যেমন ইউনিলিভার। এই ইউনিলিভার এর নাম না জানলেও এর তৈরী মালগুলোর নাম ভারতবাসীরা জানে।

(৭) # ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ এর মধ্যে বিশ্বে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল। মানচিত্র অনেক বদলে গেল। "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র" পক্ষ বনাম "সোভিয়েৎ রাশিয়া" পক্ষ - এই যে দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব পৃথিবীর একটা বড় ব্যাপার ছিল সেটা আর নেই তখন। ১৯৯২ সালেই বই বেরোলো - "ইতিহাসের অন্ত" - এন্ড অফ হিস্ট্রি অ্যাড দি লাস্ট ম্যান। লেখক ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা। ইতিহাস শেষ। এবার পুঁজিবাদ বাধাহীন এগোতেই থাকবে। যেমন অনেক রূপকথার শেষে লেখা থাকতো: "তারপর? তারপর সবাই সুখে শান্তিতে বাস করিতে লাগলো।" কিন্তু না। ১৯৯৩ সালে একটা বই বেরোলো। এর পর কিরকম যুদ্ধবিগ্রহ হবে তা নিয়ে। "বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতিগুলির মধ্যে যুদ্ধ এবং পৃথিবীর নতুন ব্যবস্থা নির্মাণ" বলা যায় - ইংরাজীতে বইটার নাম "The clash of civilizations and the remaking of world order" এটার মুখবন্ধ বেরোলো ১৯৯৩ এর গ্রীষ্মে। (পরের পাতায় ঐ বইতে লেখকের দেওয়া ১৯৯১ পরবর্তী পৃথিবীর ম্যাপ দেখুন।)

(৭) # ১৯৯১এর পর থেকে শুরু হল একের পর এক অন্য যুদ্ধ - ইরাক যুদ্ধ, আফগানিস্তান যুদ্ধ, লিবিয়া যুদ্ধ ইত্যাদি। গত বছর দুয়েক ধরে যেন নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। ইরান বনাম মার্কিন পক্ষ। চীন বনাম মার্কিন পক্ষ। ওদিকে সিরিয়া সমেত পশ্চিম এশিয়া তো কবে থেকে অশান্ত।

(৭) # ঐ সভ্যতা-সংস্কৃতিগুলির মধ্যে যুদ্ধ নামের বইটাতে লেখক নানা জনের নানা কথা উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। ভয়ানক সব কথা। যেমন: Unless we hate what we are not, we cannot love what we are. ..একথাটাই ধরুন। সোজা বালায়

“ওদের”কে ঘৃণা না করতে পারলে “আমাদের” নিজেদের ভালোবাসব কি করে! কি সাঙ্ঘাতিক!!

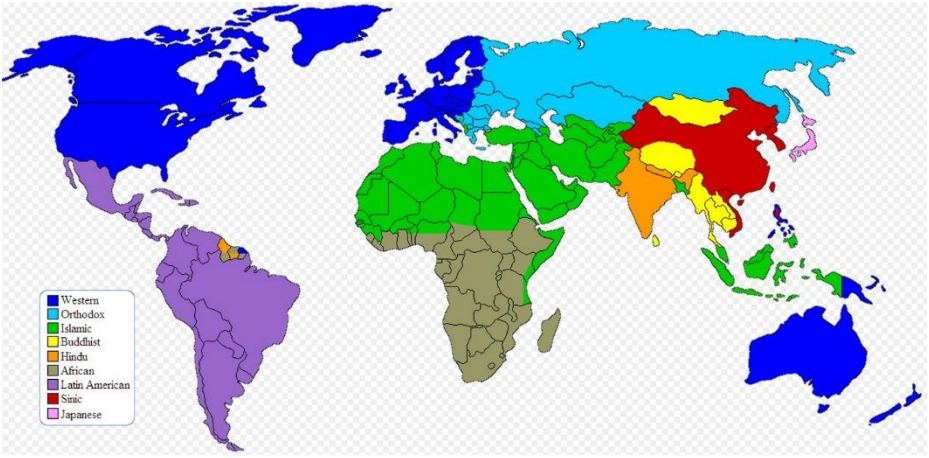

By en:en:User:Kyle Cronan and en:en:User:Olahus - imported from enwiki, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18187203

MAP – 3 from The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order

কিন্তু এই ষড়যন্ত্র যে বাস্তবে চলছে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কি? বুঝতে পারছেন যে আমরা সম্রাজ্যবাদের একটা ছক এর মধ্যে পড়ে আছি? সাম্রাজ্যবাদ একটা ছক চালাতে চাইছে গত ৩০-৩২ বছর ধরে। চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধরুন এরকম কার্টুন – যে কার্টুন যা কারো কারো মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয় আর তাই জন্যেই অন্য কারো খুব মজা হয় – এরকম কার্টুন তো এই ছকেরই একটা ছোট্টো অংশ – তাই না? এবং এই অন্য পক্ষটাকেও এরকম ভাবে তৈরী করেছে নানা মুজাহিদিন বা তালিবান বা এরকম গোষ্ঠী – গত ২৭-২৮ বছর ধরে – যে গোষ্ঠীগুলো আবার ব্যাপক পরিমানে মার্কিন মদত বা সি.আই.এ.-র মদতে তৈরী।

এবার ভাবুন তো – এই যে ফ্রান্সের ঘটনা যা একটা জটিল সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের অংশ – সেক্ষেত্রে আপনি চটজলদি সিদ্ধান্ত নেবেন? কি সিদ্ধান্ত নেবেন?